সিডনীতে জাতীয় শোক দিবস পালিত

বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অষ্ট্রেলিয়া

গত ১০ই অক্টোবর হ্যারিস পার্কের স্পাইস অফ লাইফ রেস্তোরার ফাংশন হলে অনুষ্ঠিত হলো বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অষ্ট্রেলিয়া আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ সেমিনার। অনুষ্ঠানে প্রধান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে মান্যবর রাষ্ট্রদূত লে. জেন. মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, নিউ সাউথ ওয়েলস এর স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মাননীয় বারবারা পেরী এবং ফেডারেল এম পি মাননীয় লরি ফারগাসন। সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু করেন কাউন্সিলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফয়সল হোসেন। জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনে বিলম্বের কারন বাখ্যা করতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক তুষার রায় বলেন মূলতঃ রোজার কারনেই সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি।

সেমিনার পর্বের প্রথম বক্তা ছিলেন ডঃ বদরুল আলম খান। তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশের জাতিয়তাবাদ এর ওপর বিস্তারিত এবং অন্যান্য মূল নীতি যেমন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের জাতিয়তাবোধ সৃষ্টির পেছনে ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি নাবাব সিরাজ-উদ-দৌলা এবং কারবালার বিষাদময় কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে বলে তিনি দাবী করেন। তিনি বলেন ভাষা আন্দোলনের চেতনা মূলত বাংলাদেশের শহুরে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ওপর রচিত যাত্রা, নাটক এবং কারবালার কাহিনী বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে অপামর জনগনের মাঝে একটি সামগ্রিক চেতনা সৃষ্টি করেছিল যা ধীরে ধীরে একটি জাতীয়তাবোধে রূপ নিয়েছে।

ডঃ বদরুল আলম খান এর পরে একে একে বক্তব্য রাখেন, সরদার আমীর আলী, হারুন আজাদ, নেহাল নেয়ামূল বারী, ড. নিজাম উদ্দিন, মিজ বারবারা পেরী, অজয় দাশগুপ্ত, ওসমান গণি, মিজানুর রহমান তরুন, লরি ফারগাসন, লে জেন মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি শেখ শামিমুল হক। লে জেন মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসা যেন শুধু বক্তব্য সর্বস্য না হয় তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যার পক্ষে যেটুকু সম্ভব দেশের জন্য সেটুকু করার জন্য তিনি সকলকে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন "বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী একত্রিত হয়েছিল অথচ তার আদর্শে বিশ্বাসীরা আজ নানা ভাবে বিভক্ত, এটা কি ঠিক!"

অনুষ্ঠানের শেষে রাতার খাবার পরিবেশেন করা হয়। গত ২১শে আগষ্ট বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অষ্ট্রেলিয়ার সভাপতি নির্বচিত হবার পর এটাই ছিল শেখ শামিমুল হকের প্রথম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটিকে সেমিনার বলা হলেও উপস্থাপনা, বক্তব্য এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের অনুপস্থিতির কারনে এটিকে প্রথাগত আলোচনা অনুষ্ঠানের মতই মনে হয়েছে। তবে, ভেনুর সৌন্দর্য, বসার ব্যবস্থা, খাবার এবং পরিবেশনার মান ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি নতুন মাপকাঠি সৃষ্টি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া

গত ২৯ আগষ্ট সন্ধ্যায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, অস্ট্রেলিয়া জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বোটানি টাউন হলে এক আলোচনা ও স্মরন সভার আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কেন্দ্রিয় কমিটির সাংগাঠনিক সম্পাদক আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাছিম এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আর্কিটেক্ট ইয়াফেস ওসমান। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ব্যারিস্টার সিরাজুল হক।

প্রধান আলোচক মাননীয় মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান বলেন, বর্তমান মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর যেভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বঘোষিত হক্যাকারীদের বিচারের রায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে ঠিক তেমনি নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে। তিনি শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করে শেখ হাসিনার

নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে তার রচিত ২টি কবিতা পাঠ করে শোনান।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রবিন বনিক, কাউন্সিলর প্রবীর মৈত্র, শেখ শামীমূল হক, ড. নিজাম উদ্দিন, লাভলী রহমান ও প্রবীণ নেতা গামা আব্দুল কাদির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ইফতার ও নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়।অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়ার সাধারন সম্পাদক পি এস চুন্নু।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়া

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছরের মত এবারও বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া গত ২২ আগষ্ট রবিবার এ্যাশফিল্ড পোলিশ ক্লাবে এক আলোচনা ও স্মরন সভার আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়াস্থ হাইকমিশনার মান্যবর লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। প্রধান অতিথি বক্তা ছিলেন ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য তারানা হালিম। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের সাধারন সম্পাদক ড. রোনাল্ড পাত্র আমন্ত্রিত পধ্র ান অতিথি, প্রধান অতিথি বক্তা ও বিশেষ অতিথিদেরকে সকলের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেন।

ড. বোরহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সাধারন সম্পাদক ড. রোনাল্ড পাত্র। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি কাউন্সিলর প্রবীর মৈত্র, ফেডারেল এমপি লরি ফার্গুসন, টিম কেন্ট, তারানা হালিম এমপি ও মান্যবর হাইকমিশনার ফেটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কর্মময় জীবনের ওপর বক্তব্য রাখেন এ প্রজন্মের দুই তরুণ-তরুণী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জহির ফারহান বান্টি ও স্কুল ছাত্রী মনিরা হক আইরিন। প্রধান অতিথি বক্তা সংসদ সদস্য তারানা হালিম বলেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে অস্বীকার করা একটি অপরাধ।

প্রধান অতিথি মান্যবর হাইকমিশনার জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং একটি স্বাধীন ভূখন্ড ও

মানচিত্র জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। তাই তিনি প্রত্যেকটি বাঙালির কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। বক্তব্যের মাঝে মাঝে ছিলো কবিতা আবৃতি। আবৃতি করেন শাহীন শাহনেয়াজ, লরেন্স ব্যারেল ও সুরভী ছন্দা। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য মি. ফ্রেড হাইডকে বঙ্গবন্ধু পদক দেয়া হয়। মি. ফ্রেড হাইডের পরিচিতি ও কর্মকান্ড তুলে ধরেন প্রিয়াম। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী ৯১ বছরের মি ফ্রেড হাইড ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশের দক্ষিন দ্বীপ জেলা ভোলায় গরীব ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। প্রধান অতিথি মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী মি. ফ্রেড হাইডের প্রতিনিধি মি. টিম কেন্টের হাতে বঙ্গবন্ধু পদক তুলে দেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুরভী ছন্দা। উপস্থিত সকলকে ইফতারসহ রাতের খাবারে আপ্যায়িত করা হয়।

বঙ্গবন্ধু সোসাইটি অষ্ট্রেলিয়া

বঙ্গবন্ধু পরিষদ, অস্ট্রেলিয়া গত ১৫ই আগষ্ট পালন করেছে জাতীয় শোক দিবস'২০১০। রমজানের এই মহান মাসে শোক দিবসে আলোচনার সাথে ছিল ইফতার এবং রাতের খাবারের ব্যবস্থা।

শোক দিবসে তার স্মৃতিচারণ করলেন অজয় দাসগুপ্ত, প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, শেখ শামীম, মোঃ উসমান গণি, জনাব আব্দুল জলীল, সোসাইটির সভাপতি ডঃ নিজাম উদ্দিন আহমেদ এবং প্রধান অতিথি, ব্রিসবেন থেকে আগত, প্রফেসর ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।

রোজার এই পবিত্র মাসে ইফতারের ঠিক আগ মূহুর্তে বঙ্গবন্ধুর জন্য দোয়া করা হয়। মাগরিবের নামাজের পর বিশেষ আতিথি মাননীয় ফেডেরেল এম পি লরি ফারগুসন তার বক্তব্য রাখেন। রাতের খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ইতি টানা হয়।